গাঙচিল

ইসরাত জাহান কেয়া

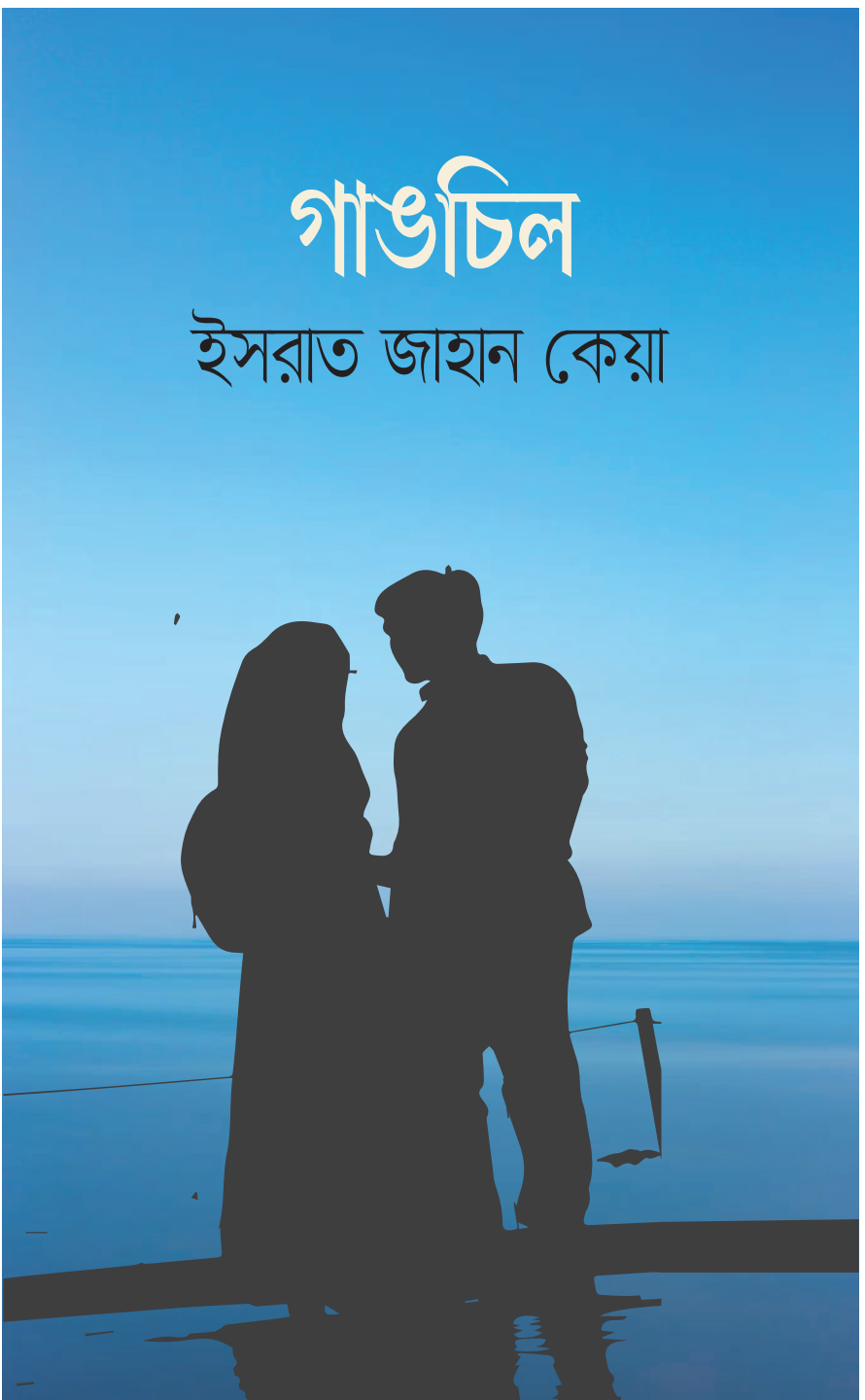

গাঙচিল

ইসরাত জাহান কেয়া

দশমিক

দশমিক

প্রকাশকাল
অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
দশমিক
৯/৩১/এফ ইস্টার্ণ প্লাজা (ফ্লোর : ৮)
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫
মুঠোফোন : ০১৬১৭০৬২৬৪৩
ই-মেইল :

প্রচ্ছদ, লে-আউট ও বর্ণসজ্জা
দশমিক গ্রাফিক্স টিম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মুল্য : ১৮০ টাকা

Ganchil, Writeen by Israt Jahan Keya Published by :Dashomik

উৎসর্গ

আফেজান বিবি

আমাদের পরিবারের শেকড়, দাদীজান।

অভিমান

মান অভিমান পাখিদের গান
বন্ধুর মোর কাছে,
অভিমানি হাসি বড় ভালোবাসি
এ ভুবনে যা সব আছে।
আকাশের নীল বর্ষা সলিল
জল থৈ থৈ চারিপাশ,
দেখে লাগে যেনো অভিমান হেনো
কেঁদে নেবে একরাস।
কাঠ ফাটা রোদে প্রকৃতি যে কাঁদে ,
আসমান পানে চেয়ে,
রাখালের বাঁশি বেজে ওঠে হাঁসি
ক্লান্ত শরীর নেয়ে।
মাঠ বলে হায় বুক ফেটে যায়,
বর্ষা আজও এলো না ,
ফুলগুলো সব হয়েছে নিরব,
ওদের অভিমান আমি ভাঙাতে পারি না
হঠাৎ কোথা হতে হাওয়া এলো ছুটে,
মোর ঝুমকোতে দেয় দোলা,
আকাশের মাঝে মেঘেদের ভাজে
বর্ষার সুর তোলা।

সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বন্ধু

পুরোনো এক বন্ধু আছে আমার,
খড়ের বেড়ায় খোচা,
কৃষ্ণবর্ণ চেহারা তার নাকটা একটু বোচা।
বিবাহিত নারীর মতো ফুল বসাতো নাকে,
গায়ের পথের কালচে দেহে বেশ মানাতো তাকে।

কোথায় হঠাৎ হারিয়ে গেলাম নতুন দেশে আমি,
নতুন নতুন মুখের ভীড়ে গড়ব জীবন দামি।
হারিয়ে গেলো কালো মেয়ে হারিয়ে গেলো সই,

নতুন করে পরিচিত, নতুন আলাপনে,
নতুন বন্ধু খুঁজে ফিরি ভোরের পাখির সনে।
বইয়ের ভাঁজে ছড়া কাটি
গাঁথি জোনাক পোকার মালা
নয়া গড়া বন্ধু মহল ভোলায় কৃষ্ণবালা।
এখন দুহাত ভরা বন্ধু আমার দুচোখ ভরা আলো,
কৃষ্ণদেহী সখী তুমি দূরেই থাকো ভালো।

হঠাৎ আবার এলাম কোথা দু'হাত আবার খালি,
সবাই কেমন বদলে গেলো খুব আমার চোখের বালি।

কাকে যে খুব ধরলো মনে সেই কৃষ্ণকলির মত,
কেমন যেন আপন মনা যেন ভুলায় মনের ক্ষত।

কৃষ্ণকলি সখী আমার-ফিরলো বুঝি
নতুন একটা রূপে, মনের মত বাজাই তারে
সাজাই ইচ্ছে রূপে।

মে, ২০১৮

স্মৃতি

আমার চশমার কাচে ধুলো জমে আছে,
দেখি, ঘোলাটে ধুসর লাগে সব,
আমার ডায়েরির বুকে জমেছে স্মৃতিরা
নেই যেন কোনো প্রাণের কলরব
আকাশের বুকে মেঘ নেই আজ
রোদেরাও আজ পেলো ছুটি,
বেদনারা যেন ছড়ালো আকাশে
আমার সকল বাধন টুট্টি।
আমার চশমার কাচে ধুলো জমে আছে,
বুকের ভেতর স্মৃতিরা ঝাপটায় ডান,
কাচের পুতুলে জীবন দেয়ার মত-
আমার মনের সাথে চলে স্মৃতিদের দোটানা।
আমার কলমেরা যেন পেরোয় সীমানা,
অদৃশ্য কালিতে লিখে যায় কত কী যে।
শরতের কাশফুলের হারিয়ে যাওয়া,
আমি কখনো দেখিনি যে।
নদীটার পারে কত শত স্মৃতি পরে,
ঝাঁক বাঁধা কত পাখিদের দৃশ্য।
এত কাল পরে মনে হয় যেন,
আমি আজ বড় নিঃস্ব।
সূর্যের বুকে লালীমার রঙ খেলা করে।
প্রতিদিন ভেজে কত জলতরঙ্গে,
বুকের ভেতরে হারানোর সুখ ফুলেফেপে ওঠে
যন্ত্রণা ধরায় যেন আমার শীতল করা অঙ্গে।
তোর ঘুমের আকাশে জেগে থাকা চাঁদ তারায়,
আমাকে খুব তোর সুখে থাকার গল্প শোনায়।

তুমি-আমি

আকাশ মাটির ব্যবধানে
মাটি হইও তুমি,
আমি মেঘপুঞ্জের ভাঁজে ভাঁজে
রৌদ্র উঁকি ঝুঁকি।
লুকোচুরি খেলার ছলে-
হঠাৎ দেখা পাই।

আচ্ছা, আমি না হয় কুঞ্জলতা হবো,
তুমি বাহারি সব প্রজাপতির ডানা,
হারাতে চাও? যাও।
তোমায় সাধবে না কেউ মানা।

আচ্ছা, এমন যদি হতো,
তুমি আমি কোথাও নদীর
একূল অকূল হতাম।
তোমার ছোঁয়া জলের ধারা-
আমিও কিছু পেতাম।

আচ্ছা,ধরো.....
কোনো রুপকথার এক রাজ্যে-
রাজা তুমি হতে,
আমি তোমার একলা রানী হতাম।
আচ্ছা যদি এমন হয়,
আলাদিনের যাদুর চেরাগ হয়ে-
আমি তোমার ইচ্ছেপূরণ হতাম।

নভেম্বর, ২০২০

তুমি অন্য কিছু নও

না তুমি অন্য কিছু নও,
তুমি আমার মনগহীনে বন্ধি থাকা শালিক পাখি।
আমার প্রিয় হলদে রঙে তোমার আঁখি।
আমি না হয় কৃষ্ণকলি রাতের আলোয়-
কুহক পাখির ডাক।
আজকে নাহয় সুখের গল্প করি চলো-
দুঃখটুকু দূরে কোথাও বাক্সবন্দি থাক।

আমাদের পাশাপাশি চলতে থাকা দৃশ্য,
আমাদের অট্টহাসির রেশ কাটেনি আজও।
দুঃখ পেলে সবার আগে তোমার নামটা -আসে মনে।
মুছে যায় সব চিন্তা কায়ার ভাজও।

নাহ , তুমি আমার প্রাণের দোসর,
তুমি আমার মনের হাসফাস করা ভাব।
তুমি আমার ভালো খারাপ কাল,
তুমি আমার সুখ দুঃখ সব।

এ শহরখানা তোমার আমার গল্প নিয়ে কাঁদে,
চাঁদের আলোর ছায়ায় তুমি আমি,
কত সহজে হারাই আমরা দেখো।

প্রথম কবে তোমার আমার দেখা হলো বলতো?
প্রথম কবে অভিমানের হলো হাতেখড়ি,
কবে যেন বলেছিলে,
তুই আমার একটাই এমন মানুষ।
যাকে নিয়ে দিতে পারি জনম জনম পারি।

আমাদের জনম জনম পারি দেয়া হবে কিনা
জানা নেই সত্যি,
তবে জনম সঙ্গী তুমি হইয়ো আমার,
এটা প্রার্থনা।

এপ্রিল, ২০২২

আহারে...

গোটা একটা শহর যখন গল্প হয়
তখন স্মৃতিগুলোও অল্প নয়।
যে সমুদ্র চোখের মাঝে
তুফান তোলে সকাল সাঝে,
মিথ্যা আমি,তুচ্ছ আমি।
আলোর পানে ছুটছি যত,
মিলাই আধারে।
তুমি শুধাও "কেমন আছো?
তোমার দুঃখ বুঝি খুব!!?"
আহারে!!!
ব্যাস্ত নগরী ব্যাস্ত জলের দল
এত বছর পরেও দেখো,
তোমার নামে আমার চোখে জল।

ডিসেম্বর, ২০২১

মমতাহীনা

তুমি কি আমায় শিকলে বাঁধতে চাও!?
আমার চোখ তুলে দিতে চাও..?
যেন তুমি ছাড়া কেউ না থাকে সে চোখের তারায়।
আমার ডানা কেটে মাটিতে মুখ থুবরে পরে থাকতে বলো?

আচ্ছা ঠিক আছে,
আমি মানলুম তোমার শিকল।
পরে নিলুম পায়ে।
পরে থাকলুম এই রাস্তার মোড়ের বেঞ্চীতে।
উড়বো না কাঠফাটা দুপুরের ফিংঙে পাখির মতো।
তুমি মুক্তি, তুমি পাখি,
তুমি লাগাম ছাড়া ঘোড়া।
তুমি শত দেশ ঘুড়ে গুটিকয়েক স্বপ্ন নিয়ে এসো,
আমি তা নিয়েই খান্ত হবো।
চাহিদা করবো না।
আমি পিপাষু নই।লোভী নই।

মমতাহীনা...
আমার চারিপাশে তুমি অগ্নি বলয় একেঁ দিও,
যেন চুঙ্গীপোকার দলও আমার চোখের তারায় ধরা না দেয়।
শুধু অনুরোধ, চোখদুটো তুলে নিও না।
আমার চোখে কোনো মায়া নেই।
কোনো তৃষ্ণার্থ প্রেমিককে পরিতৃপ্ত করে না তারা।
আমার আঁখি কালো নয়, খয়েরী।
খয়েরী চোখে মায়া থাকে না।

নভেম্বর, ২০২১

সখা

কখনো যদি রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়া হও,
আমায় খবর দিও-আমি দুপুরের কাক হবো।
কুচকুচে কালো, বিশ্রী গলার স্বর।
তুমি কাঞ্চনফুল হবে!
তবে আমি গাছের তলায় ঘাস হয়ে সাজবো।
জানতে চাও কেনো?
কেননা, আমি জানি,
গাছের বৃন্তে তুমি বেশিক্ষন থাকো না।

মমতাহীনা, এখন ফাল্গুনী খেলা করে দিনপঞ্জিকায়।
সকালের ঘাসে শিশির জমবে না।
এবেলা না হয় তুমি মেঠপথে ধুলোবালি হও, কেমন।
আমি তাতে ছুটে চলা অবাধ্য বালিকা।
দুটো গাঁয়ে ব্যবধান রচে যে নদী,
তুমি তাতে পালতোলা নাও।
আমি তোমার ইচ্ছে দিকের হাওয়া,
যদি তুমি চাও।
তুমি তপ্ত রোদে রাগী মেজাজ রাখাল,
আমি তোমার জন্যে নকশিকাঁথার -
গল্প বোনা সখী।,
অভিমানের পাল্লা অনেক ভারী,
তবু বন্ধ চোখের অন্ধকালে, তোমারেই কেন দেখি?
সখা, তুমি কোনো গরিব ঘরের দুঃখ হলেও ভালো,
আমি তাতে ভালোবাসা হবো।
তুমি না হয় আমার হইয়ো কোনো এক কালে।
না হয় তুমি একটু দুঃখ পেলে।
এই চাওয়া কি অনেক বেশি কিছু?

এপ্রিল, ২০২২

কবি ইসরাত জাহান কেয়া ১৯৯৯ সালে ১লা নভেম্বর বৃহত্তর বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালি জেলার মির্জাগঞ্জ থানার আমরাগাছিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। বাবা- মো. বেলায়েত হোসেন, মা- জেসমিন আক্তার। ছোটবেলা থেকেই তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলায় বড় হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাংবাদিক অলি আহমেদ-এর সাথে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ ।

তিনি হরিপুর ১০০ মে. ও. বিদ্যুতকেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক এবং পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সেকেন্ডারি স্কুল, সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর ঢাকা মহিলা পলেটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমা করেছেন। বর্তমানে একই বিষয়ে আইইউবিএটি-ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে বিএসসি অধ্যায়নরত।

স্কুল শিক্ষক রওশন আরা অশ্রুর অনুপ্রেরণায় তার লেখালেখিতে হাতেখড়ি।